ভগবৎসাম্মুখ্য ঘটিবে, সে ভগবদ্বৈমুখ্যটিকে দার্শনিক ভাষায় বলিলেন—পরতত্ত্বজ্ঞানের অভাব, এবং সেই অভাবটিও অনাদিকাল হইতে জীবে আছে। সেই অভাবের পরিচয় ন্যায়শাস্ত্রে দুইপ্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটি অন্যোন্যাভাব, অপরটি সংসর্গাভাব। সেই সংসর্গাভাবটি প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব ভেদে তিনপ্রকার। তন্মধ্যেও ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব নিত্য, কিন্তু প্রাগভাব অনাদিকালসিদ্ধ হইলেও তাহার বিনাশের সম্ভাবনা আছে। সেইজন্যই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের অভাবটি জীবে অনাদিসিদ্ধ থাকিলেও সাধুসঙ্গরূপ কারণ পাইলে, সেই বৈমুখ্যদোষটি বিনাশ হইতে পারে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৫।৩ অধ্যায়ে পরমভাগবত শ্রীবিদুর মহাশয় শ্রীল মৈত্রেয় ঋষিকে বলিয়াছিলেন—

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাৎ অধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥

হে প্রভো! প্রাচীনকর্ম্মবশে কৃষ্ণবহির্মুখজীব অধর্ম্মশীল হয় বলিয়া আপনাদের মত শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তগণ তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এ সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। এস্থলে অধর্ম্মশীল বলিতে ভগবদ্ধর্ম্মশূন্য অর্থই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীভগবানে ভক্তিশূন্য জীবের হৃদয়ে ভক্তিভাবটি উদ্বোধন করাইবার জন্য আপনাদের মত ভগবদ্ভক্তজন ইহজগতে বিচরণ করিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপাতেই যে ভগবদ্বহির্মুখ জন শ্রীভগবানে উন্মুখতা লাভ করে, তাহাই এই শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত হইল। মূল শ্লোকে অর্থাৎ "ভবাপবর্গো" ইত্যাদি শ্লোকে "যর্হি তদৈব"—এইরূপ উল্লেখ থাকাতে অর্থাৎ যখন সৎসঙ্গ হইবে, তখনই শ্রীহরিচরণে উন্মুখতা ঘটিবে—এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় সৎসঙ্গ-সমকালেই যে শ্রীহরিচরণে উন্মুখতা ঘটে—কালবিলম্ব থাকে না, তাহাই সূচিত হইয়াছেন। তন্মধ্যেও 'তদৈব' এবকার নির্দ্দেশ থাকায় অন্য কোনও সময়ে যে চিত্তের ভগবদ্ উন্মুখতা ঘটিতে পারে না, তাহাও দেখান হইয়াছে। সেই সৎসঙ্গ হইতে শ্রীভগবানে চিত্তের উন্মুখতা হয় কেন—তাহার প্রতি হেতুগর্ভ বিশেষণরূপে উল্লেখ করিবেন—"সদ্‌গতৌ" অর্থাৎ যেখানে যেখানে সাধুগণ মিলিত হয়েন, সেইখানে সেইখানে শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। আর যেখানে যেখানে সাধুগণ মিলিত হয়েন না, সেইখানে সেইখানে শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি হয়েন না—এইটি বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবানের বিশেষণরূপে সদগতৌ এই পদটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিহাসসমুচ্চয় নামক গ্রন্থেও "যত্র রাগাদিরহিতা বাসুদেবপরায়ণাঃ। তত্র সন্নি-